গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল- ৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

সভাপতি	: সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	: সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং-০৩, কক্ষ নং-৩৩২, ৪র্থ তলা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভার তারিখ	: ২৩/০৮/২০১৬ খ্রি।
সভার সময়	: বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৫০৯/২০১৬ এর প্রেক্ষিতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহনের নিমিত্তে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জরুরী চিকিৎসাসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রনীত The National Road Safety Strategic Action Plan for 2014-2016 তে বর্ণিত (অনুঃ ৯) এর বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মধ্যে Good Samaritan নীতি অনুসরণ এবং সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃক তাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহনের জন্য আহ্বান জানান।

১.০ আলোচনাঃ

১.১ পরিচালক (হাসপাতাল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, The National Road Safety Strategic Action Plan for 2014-2016 তে বর্ণিত (অনু-৯) অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে জরূরী চিকিৎসা, ভিকটিমদের চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা জারি করা আছে। সে অনুযায়ী আহত রোগীদের সরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিকসমূহ পরিদর্শনকালে জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুবিধাদি পরীক্ষা করা হয় এবং যথাযথ তদারকি অব্যাহত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

১.২ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান সভাপতি বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক বলেন, সারাদেশে আনুমানিক ১০ হাজারের বেশী বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক আছে। বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ সরকারি হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের সেবা প্রদান সহজতর হবে। তবে সকল হাসপাতালে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের সক্ষমতা নেই। সকল বেসরকারি হাসপাতালের জরুরী বিভাগে আহত রোগীদের সেবার ক্ষেত্রে যাতে পুলিশী হয়রানী করা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

১.৩ জেসমিন বেগম এ,আই,জি (ক্রাইম) পুলিশ হেড কোয়ার্টার বলেন, হাসপাতাল, পুলিশ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের Good Samaritan নীতি অনুসরন করে এবং সরকারি /বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃক

তাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশকে যাতে সহযোগিতা করে সে বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করন এবং সচেতনতা ও হয়রানি বিষয়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মসজিদের ইমাম, গ্রাম পুলিশ ও ওপেন হাউস ডে এর মাধ্যমে আহত রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১.৪ প্রসোন আশিস, সাংবাদিক, সময় টেলিভিশন বলেন, জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্দির লক্ষ্যে সকল প্রেস ও প্রাইভেট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের সেবা প্রদানে চ্যানেলগুলিতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্ঘটনা কবলিত স্থানের কাছাকাছি হাসপাতালে রোগী নেয়ার জন্য জনগনকে সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১.৫ মোরছালীন বাবলা, বিশেষ প্রতিনিধি, চ্যানেল আই বলেন, জঙ্গিবাদ দমনের মত সকল মসজিদের ইমামদের সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মসজিদে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

১.৬ পরিচালক (রোড সেফটি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলেন, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত প্রশাসন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বি,আর,টি,এ) পুলিশ ও কর্মরত স্বাস্থ্য বিভাগীয় সকল কর্মচারীদের সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিরোধে দুর্ঘটনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণে জেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে আর,টি, এ এর মাসিক সমন্বয় সভা নিয়মিত হচ্ছে।

১.৭ ডাঃ এ.বি.এম হারুন, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার বলেন, বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার এর পরিচালনার বিষয়ে একটি ডাইরেক্টরী করা হচ্ছে যা সারা দেশের সকল বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হবে তাতে সেবার মান ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া সকল সরকারি হাসপাতালকেও ডাইরেক্টরীটি সংগ্রহ করে সকল স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য অনুরোধ জানান। সড়ক দূর্ঘটনায় বেসরকারী হাসপাতালে কোন রোগী মারা গেলে অযথা যাতে ভাংচুর ও পুলিশী হয়রানি না করা হয় সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি প্রত্যেক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকে জরুরী সেবা নিশ্চিত করার আশ্বাস প্রদান করেন।

১.৮ সিভিল সার্জন, ঢাকা বলেন, দূর্ঘটনা কবলিত এলাকায় সরকারী / বেসরকারী হাসপাতালের মেডিকেল টিম দ্রুত পৌছানোর ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী মর্মে মতামত প্রদান করেন।

১.৯ শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রিবিউন বলেন, রাস্তার পার্শ্বে দুর্ঘটনা ঘটলে আহত ব্যক্তিদের বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার খরচের নিশ্চয়তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মত পোষণ করেন।

১.১০ অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) বলেন, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা পালনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বেসরকারী হাসাপাতালসমূহে দূর্ঘটনায় আহত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারী হাসপাতাল ক্লিনিকসমূহের সমিতির সভাপতি/ সম্পাদকগণকে তা sensitise করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সকল সি.এন.জি ও পেট্রোল পাম্পের জরুরী ফাস্ট এইড বক্স, টেলিফোন এর সুবিধা রাখার এবং দূর্ঘটনা ঘটলেই যাতে জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় এবং টেলিফোনে সংশ্লিষ্টদের জরুরী ভিত্তিতে জানানো যায় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

২.০ সিদ্ধান্তঃ

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ১৫০৯/২০১৬ এর প্রেক্ষিতে আইননানুগ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ) কর্তৃক প্রনীত The National Road Safety Strategic Action Plan for 2014-2016 তে বর্ণিত (অনুঃ-৯) সড়ক দুর্ঘটনা আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে জরুরী চিকিৎসা, চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে পুলিশ, ভেহিকেল ড্রাইভার/কনট্রাক্টর, জ্বালানী সরবরাহকারী, ডাক্তার, প্যারামেডিক্সদের ফাষ্ট এইড ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করণ এবং সড়ক নিরাপত্তায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বি.আর.টি.এ, সভাপতি/সম্পাদক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানগন
২.২	সড়ক দুর্ঘটনা আহত ব্যক্তিদের শল্য চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২.৩	জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস ও ইলেকস্ট্রনিক্স মিডিয়ার ব্যাপক প্রচারনা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য মন্ত্রণালয়
২.৪	হাসপাতাল, পুলিশ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে সড়ক দুর্ঘটনা আহত ব্যক্তিদের Good Samaritan নীতি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন এবং বেসরকারী হাসপাতাল কর্তৃক তাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণ।	স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাপতি/সম্পাদক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানগন
২.৫	জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায় কর্মরত প্রশাসন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বি আর টি এ) পুলিশ ও কর্মরত স্বাস্থ্য বিভাগীয় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ও দুর্ঘটনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করণ এবং হাইওয়েতে আহত রোগীদের উদ্ধারের সময় পুলিশ ভেহিকল, স্কুল, কলেজ সমাজকর্মী, জ্বালানি পাম্প এবং ডিসপেনসারী ফাস্ট এইড বক্স সরবরাহ করা এবং তা থেকে সেবা প্রদান করা। ।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন, বি.আর.টি.এ, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানগন
২.৬	বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য ক্লিনিক ও হাসপাতালে আঘাতপ্রাপ্ত জরুরী রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সভাপতি/সম্পাদক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানগন
২.৭	মারাত্মক আহত রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল হতে সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জাতীয় পঙ্গু হাসপাতালে এবং ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণের রেফারেল ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্ব স্ব হাসপাতাল প্রধানগন
২.৮	রাস্তার পার্শ্বে যেমন জ্বালানী স্টেশনে ফাষ্ট এইড বক্সের ব্যবস্থা রাখা।	বি.টি.সি.এল, সভাপতি/সম্পাদক, বাংলাদেশ পেট্রোলপাম্প এসোসিয়েশন
২.৯	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে আর টি এ এর সমন্বয় সভায় ব্যবস্থা করণ এবং পুলিশ ও হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিমাসে বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা হিসাবের শুদ্ধতাপরীক্ষা করে তা লিপিবদ্ধ করণ।	জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন বি.আর.টি.এ

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম)

সচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.১৫৬.১১৬.০০.০০.০১১.২০১১-২৬৩ তারিখঃ ৩০.০৮.২০১৬ খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, ঢাকা।
০৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, মিরপুর, ঢাকা।
০৬। অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৭। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৮। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৯। উপ সচিব, (আইন) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক (স্বাস্থ্য) ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১১। সিভিল সার্জন, ঢাকা।
১২| সভাপতি/সম্পাদক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকস এসোসিয়েশন।
১৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল (তাকে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি সদয় অবগতিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৩| সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৪| অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩০/০৮/১৬

(এস. এম. জাহাঙ্গীর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৯৫৪৯১৯২